ইপসা'র ৩২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

ধারণা পত্র

২০ শে মে ২০১৭ সমাজ উন্নয়ন সংগঠন ইপসা'র ৩২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। ৩ রা নভেম্বর ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে ১৯৮১-১৯৯০ সালকে যুব দশক (রেজুলেশন নম্বর ৩৩/৭) ও ১৯৮৫ সালকে আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ ঘোষণা করা হয়। জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ উদযাপন ও স্ব-প্রণোদিত ভাবে উৎসাহিত হয়ে ১৯৮৫ সালের ২০ শে মে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলাধীন মহাদেবপুর গ্রামে ১৪ জন উদ্যোমী যুব সংগঠক সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজ, ধূমপান এবং মাদক বিরোধী কার্যক্রম করার অভিপ্রায়ে "ইয়ং পাওয়ার" নামে একটি যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়ং পাওয়ার ১৯৮৫-১৯৯১ সাল পর্যন্ত সৃজনশীল ও সক্রিয় একটি যুব সংগঠন হিসেবে যুবদের নেতৃত্বে যুবদের সাথে নিয়ে যুবদের জন্য বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম গ্রহণ ও সফল ভাবে বাস্তবায়ন করেছে। ১৯৯১ সালের ২৯ শে এপ্রিলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পরবর্তিতে ইয়ং পাওয়ার এর যুব সংগঠকবৃন্দ জরুরী ত্রাণ সরবরাহ ও পূনর্বাসন কাজে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হয়। পরবর্তিতে ১৯৯২ সালে "ইয়ং পাওয়ার" যুব সংগঠনটি ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন) নামে রূপান্তরিত হয়ে বেসরকারী অলাভজনক সমাজ উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ইপসা চট্টগ্রাম বিভাগ সহ সারা বাংলাদেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর উন্নয়ন কার্যক্রম ও নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে কর্ম বিস্তৃতি ঘটায় এবং সুনাম অর্জন করে। যুব ও উন্নয়ন বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখায় ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘ বিশ্ব ইয়ুথ ফোরাম ও ফেষ্টিভেল পর্তুগালে অংশগ্রহণ ও ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক যুব শান্তি পুরস্কার অর্জন করে। বর্তমানে ইপসা জাতিসংঘ ইকোনমিক ও সোশ্যাল কাউন্সিল (ইকোসক) কর্তৃক বিশেষ পরামর্শক পদমর্যাদা প্রাপ্ত সংগঠন হিসেবে সুনামের সাথে কাজ করছে।

ইপসা সাংগঠনিক ভিশন-মিশন-মূল্যবোধকে ধারণ করে সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং কর্মএলাকার চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বা প্রকল্প সমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে ইপসা সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভাগ, অর্থ বিভাগ, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এবং এডমিন বিভাগ, নলেজ ম্যানেজমেন্ট ফর ডেভেলপমেন্ট বিভাগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য কার্যক্রম, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম, অধিকার/সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম, শিক্ষা কার্যক্রম, দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জরুরী ত্রাণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য, জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক এই ৭ টি মূল থিমে বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি মানুষের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নিরলস ভাবে কাজ করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) কর্মসূচির সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইপসা তথ্য প্রযুক্তিতে প্রতিবন্ধী মানুষের অভিগম্যতা তৈরীতে বিভিন্ন উদ্ভাবনী মূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সাফল্য লাভ করেছে। এসব উদ্ভাবনী মূলক কর্মসূচি সমূহ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কার অর্জন করেছে।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ইপসা সব সময় ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের পাশে থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সাথে সু-সমন্বয় করে দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় কোমেন, মহাসেন এবং রোয়ানু'র কারণে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় চাহিদা ভিত্তিক ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, নগদ অর্থ, গৃহ নির্মাণ সামগ্রী বিতরণ এবং দূর্যোগে সহনশীল গৃহনির্মাণ ইত্যাদি কাজ সমূহ স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দের সাথে সু-সমন্বয় করে অত্যন্ত সফল ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করেছে।

ইপসা'র সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি সমূহ বাংলাদেশের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ, উপজেলা-জেলা প্রশাসন এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ, মন্ত্রণালয় এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় এমডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে সংস্থার কার্যক্রম সমূহ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। সংস্থার সকল কার্যক্রম সমূহ ভিশন ২০২১ এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন, বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভে সর্বোপরি স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ২০৩০ এর সফল বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সমূহের সাথে সমন্বয় করে ধারাবাহিক ভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

ইপসা ৩২ তম বছর পেরিয়ে ৩৩ তম বছরে পদার্পণ করল। এ দীর্ঘ পথচলায় আমাদের সাথে থাকার জন্য সংস্থার সকল সাধারণ সদস্য, সকল কর্মকর্তা ও কর্মীদের পক্ষ হতে আপনাদের সকলের প্রতি প্রাণঢালা অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। সমাজ উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে ইপসাকে নিয়ে নতুন করে উন্নয়ন স্বপ্ন দেখার, বর্তমান উন্নয়ন কার্যক্রম আরো প্রসারে ও স্থায়ীত্বশীলতা তৈরীতে আপনারা অতীতে যেভাবে আমাদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন, ভবিষ্যতে একইভাবে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করে যাবেন এটি আপনাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা। সংগঠনের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত ও কার্যপরিধি বৃদ্ধি পেলে আমার, আপনার সকলের উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্র তৈরী সহ নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সর্বোপরি সমাজ উন্নয়ন ও লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ও সংগঠনের কার্যপরিধি বাড়াতে এবং স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিতে সমন্বিত ভাবে অবদান রাখা সম্ভব হবে। ৩২ বছর পূর্তি উপলক্ষে এবার ২০ মে হতে ৩১ মে পর্যন্ত প্রধান কার্যালয় সহ ইপসা'র প্রতিটি কর্ম এলাকার কার্যালয়/ফিল্ড অফিস/প্রকল্প অফিস/ব্রাঞ্চ/লিংক প্রতিষ্ঠান সমূহে স্ব-স্ব উদ্যোগে টীম ওয়ার্কের ভিত্তিতে সংস্থার ব্যয় সাশ্রয়ী নীতিমালা অনুসরণ করে সংগঠনের সাধারণ সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সামাজিক ব্যক্তিত্ব, সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী ও কর্মরত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিটি কার্যালয়কে বর্ণিল সাজে সাজানো, সামাজিক সমাবেশ, আলোচনা সভা/মিলাদ মাহফিল/দোয়ার আয়োজন সহ বিভিন্ন জনসম্পৃক্ত সৃজনশীল কর্মসূচি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, আপনাদের সকলের অব্যাহত সহযোগিতা ও সুচিন্তিত পরামর্শ এই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখবে।

www.ypsa.org